© WWW.NILNIRJON.COM

মার্সেনারি-২

ফটোগ্রাফার

CK99

নয়নের কথা মনে আছে আপনাদের? সেই দূর্দান্ত মার্সেনারি? কয়েকমাস আগে নয়ন মধ্যপ্রাচ্যের এক ধনকুবেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার পর কিছুদিন সবকিছু থেকে দূরে সরে থাকার জন্য টেক্সাসে চলে এল। টেক্সাসের হিউস্টনের কাছাকাছি একটা ছোট্ট শহর ওয়াটারল্যান্ড। নয়ন সেখানকার একটা পাহাড় ঘেড়া পরিবেশের ছোট্ট একটা ভেকেশন-কেবিন ভাড়া করে চলে গেল লোকালয় থেকে দূরে। হিউস্টন থেকে এক সপ্তাহের জন্য পর্যাপ্ত জিনিসপত্র কিনে নিয়েছে আগেই। আগামি এক সপ্তাহ আর জনমানুষের কোন চিহ্ন দেখার ইচ্ছা নেই নয়নের। তার ল্যান্ডরোভার ধুলো উড়িয়ে এগিয়ে চলল পাহাড়ঘেরা ওয়াটারল্যান্ডের দিকে। কিন্তু যতটা নিরিবিলি সময় কাটাবে মনে করেছিল নয়ন---ততটা নিরিবিলি সময় কাটানো তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

**

রব ফুলারটন একজন পেশাদার ফটোগ্রাফার। অন্তত নিজেকে সে তাই মনে করে। তবে তার দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। যে পত্রিকাটাতে চাকরি করে--সেটা বেশ নড়বড়ে অবস্থায় আছে। আজকে ফটো এডিটর ম্যাকেন্জি ফুলারটনের উপর তার ঝাল ঝাড়ছে
-এসব কি ছবি তুলে এনেছ? ফুল, পাখি, নদী --এসব পাবলিক খায়না এখন।
-এত সুন্দর সিনারি--আর তুমি বলছ পাবলিক খাবেনা ?
-আমি যখন বলছি পাবলিক খাবেনা--তখন পাবলিক 'খাবেনা' ! পিরিয়ড। কারন আমি এডিটর, তুমি না ! আমার মনে হয় কথাটা তুমি মাঝে মাঝে ভুলে যাও !
-না ভুলিনি। কিন্তু তুমি আমাকে কি করতে বল?
-এমন কিছু করে দেখাও--যা আগে কোন ফটোগ্রাফার কাভার করতে পারেনি। এমন কোন ছবি---যা দেখে সবাই আমাদের পত্রিকায় হামলে পড়বে।
-সেই 'এমন কিছু'-টা কি ?
-সেটা তুমি ভেবে বের কর।
রব কিছুক্ষণ ম্যাকেন্জির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বের হয়ে আসার জন্য ঘুরে দাঁড়াল।
-আর দয়া করে এই সব হাবিজাবি ছবিগুলো নিয়ে যাও।
রব টেবিল থেকে তার অনেক শখ করে তোলা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবিগুলো তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। আর লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে আসলো পত্রিকা অফিস থেকে। রবের গাড়ি নস্ট হয়ে আছে আজ এক সপ্তাহ। টাকার জন্য সে গাড়ি মেরামত করাতে পারেনি এখনো। তাই সে বাসে করে যাতায়াত করছে ইদানিং।
পত্রিকা অফিস থেকে বের হয়ে এসে বাসস্টপে এসে বসল। বাসের জন্য অপেক্ষা করতে করতে ভাবছে--নতুন কোন একটা সাবজেক্ট নিয়ে ফটোসেশন করতে হবে। নেচার বাদ। নেচারের কোন ভ্যালু নেই এখন! পাবলিক খায়না। আসলে পাবলিক ভালগার ছাড়া ভালো কিছু খায়না। শালার পাবলিক! এই শালাদের জন্য নতুন কিছু একটা করতে হবে তাকে। তা না হলে তার ওড জব করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। ফটোগ্রাফিতেই তার যত উৎসাহ-আর সেই ফটোগ্রাফিকে ভিত্তি করে তার যে চাকরী--সেটা টিকিয়ে রাখতে আজকে তাকে ভাবতে হচ্ছে!!
রব ফুলারটনের চিন্তায় ছেদ পড়ল--কারন তার পাশে এসে বসল একটা স্কুলগার্ল। খুব বেশি হলে ১৪/১৫ বছর বয়স হবে। কিন্তু দারুন সুন্দরি। এই বয়সেই মেয়েটার ফিগার বেশ বাঁক সমৃদ্ধ। যে কোন পুরুষ চোখ ফিরিয়ে দেখতে বাধ্য। রব ফুলারটনও কিছুক্ষন তাকে দেখল।
-হাই ইয়াং ল্যাডি। বাসের জন্য ওয়েট করছ?
-না। আমার ভাই একটু পরেই আমাকে নিতে আসবে।
-গুড ফর ইউ। আনফরচুনেটলি আমার কোন ভাই নেই যে আমাকে নিতে আসবে। হাঃ হাঃ। বাস ছাড়া গতি নেই আমার।
-তুমি কোথায় যাবে? আমরা হয়তো তোমাকে রাইড দিতে পারি।
-আরে না। লাগবে না। বাস একটু পরেই এসে যাবে। তা তোমার নাম কি?
-লিলিয়ান। তুমি?
-রব। রব ফুলারটন।
এই সময় একটা কালো হোন্ডা একর্ড ফুটপাথের পাশে এসে থামলো। চালকের সিট থেকে লিলিয়ানের ভাই লিলিয়ানকে হাত

© WWW.NILNIRJON.COM

নাড়লো। লিলিয়ান ফুলারটনকে 'বাই' বলে গাড়িতে ওঠার জন্য চলে গেল। ফুলারটনের চোখ অবধারিতভাবে লিলিয়ানের নিতম্বে আটকে থাকলো। ভীষন উত্তেজকভাবে ওটা দুলছিল! কচি মেয়ে--অথচ কি দুর্দান্ত নিতম্ব!! মনে মনে ভাবলো ফুলারটন।
লিলিয়ানের গাড়ীটা চলে যেতাই হঠাৎ ফুলারটনের মাথায় কুবুদ্ধিটা এল!! ইয়্যাস----সেক্স। এইবার তার ফটোগ্রাফিক সেশনের সাবজেক্ট হবে 'সেক্স'! পাবলিক খেতে বাধ্য !!
নিজের ছোট্ট এপার্টমেন্টে এসে রব প্ল্যান কষতে লাগলো। লিলিয়ানকে নিয়ে নানান নোংরা ভাবনা খেলতে লাগলো তার মাথায়। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছে কিভাবে কি করবে। তার বহুদিনের শখের এয়ারগানটি পরখ করে নিল সে। ডার্করুম থেকে ক্লোরোফর্মের কৌটাটা বের করল। এই দু'টো জিনিস তার আগামী ফটোসেশনের শিকার বেছে নেবে। হাঃ হাঃ হাঃ। হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে হাসলো রব।
রাতে শুতে যাবার আগে লিলিয়ানকে কল্পনা করে সে হস্তমৈথুন করল অনেকক্ষন। কল্পনায় সে লিলিয়ানের নিতম্বের ছিদ্রপথে তার শক্ত লৌহদন্ডটি বার বার প্রবেশ করাচ্ছিল। তীব্রসুখ যখন আচ্ছন্ন করে ফেলল ফুলারটনকে তখন হঠাৎ সবেগে বীর্য নির্গত হল। তার নোংরা বিছানায় ছিটিয়ে ছিটিয়ে পড়লো সেই নোংরা বীর্য। কল্পনায় সে এসব লিলিয়ানর সুন্দর মুখে ছিটিয়ে দিয়েছে। নগ্ন অবস্থায় উপুর হয়ে শুয়ে পড়ল রব। একটু পরেই পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়ল।

**

পরদিন সে গতকালকের মত একি সময়ে সেই বাসস্টপে গিয়ে বসে থাকল। গতকালকের চেয়ে আজকে একটু দেরীতে লিলিয়ান এসে উপস্থিত হল। আর রব ফুলারটনকে দেখেই হাত নেড়ে বলল
-আরে রব তুমি? আজকেও বাসের জন্য অপেক্ষা করছ?
-আরে লিলিয়ান যে। হ্যাঁ--বাসের জন্য বসে আছি। তা ক্লাস কেমন হলো আজকে?
-ভালো। আজকে একটা এক্সাম ছিল। আমি কিন্তু স্ট্রেইট 'এ' পেয়েছি!
-ভেরি গুড! আই এ্যাম প্রাউড ওফ ইউ! তা তোমার ভাই নিশ্চয় তোমাকে রাইড দেবে?
-হ্যাঁ। একটু পরেই এসে যাবে।
-আচ্ছা। আজকে কি তোমরা আমাকে একটু রাইড দিতে পারবে?
-অবশ্যই!
লিলিয়ানের কথা শেষ না হতেই ওর ভাইয়ের কালো হোন্ডা একর্ড এসে হাজির। লিলিয়ান এগিয়ে গিয়ে ওর ভাইকে বলল রবকে রাইড দেওয়ার কথা।
ওর ভাই হাত নেড়ে রবকে ড্রাইভিং সিটের পাশের প্যাসেন্জার সিটে বসতে বলল। লিলিয়ান বসল পেছনে। ফুলারটন বসার পর লিলিয়ানের ভাইকে বলল
-আমি রব। তুমি?
-আমি এডি। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।
-আমিও। তোমাদের দু'জনকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। উফ - বাসের জন্য বসে থাকতে থাকতে কোমড় ব্যথা হয়ে গেছে-
-তারপরেও বাসের দেখা নেই।
-এই শহরের বাসগুলো স্কেজুয়াল মেনে চলে না তেমন।
-একেবারে ঠিক বলেছ।
-তা তোমাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে?
-তোমরা কোনদিকে যাবে?
-নথ্র স্ট্রিটে আমাদের বাসা।
মনে মনে খুশি হয়ে গেল ফুলারটন। কারন ওই দিকে একটা জায়গা খুব নির্জন। ওই নির্জন জায়গাটাতে সে তার কার্যসিদ্ধি করবে ঠিক করল।
-আরে আমিও তো ওদিকেই যাচ্ছি। বেশ হলো। আমি তোমাকে বলব কোথায় থামাতে হবে।
-ও.কে.!
এইভাবে আরো কিছুক্ষন ওরা তিনজন এটা-সেটা নিয়ে কথা বলল। দূর থেকে ফুলারটন লক্ষ্য করল তার কাঙ্খিত নির্জন জায়গাটি এসে গেছে। সে এডিকে গাড়ি থামাতে বলল। এডি রাস্তার পাশে গাড়ি থামালো। আশেপাশে বেশ অনেকখানি জায়গা ফাঁকা। কোন এপার্টম্যান্ট নেই। আসলে কাছাকাছি একটা পার্কের পেছনে পড়েছে এই জায়গাটা।
-তোমার বাসা কোথায়? এখানে তো কোন এপার্টম্যান্ট দেখছি না!--এডি জানতে চাইলো।
-আমি আসলে পার্কে একটু হাঁটবো। এদিকেই একটা পার্ক আছে জানো নিশ্চয়?
-হ্যাঁ। তা তুমি চাইলে আমি তোমাকে পার্কের ফ্রন্ট এন্ট্রান্সে গিয়ে নামিয়ে আসতে পারি।
-না না। তার আর দরকার হবেনা। তোমাদের অনেক কস্ট দিয়েছি। এই পথটুকু আমি হেঁটেই যেতে পারবো।

© WWW.NILNIRJON.COM

এই বলে রব ফুলারটন গাড়ি থেকে নামার জন্য রেডি হতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গি করে বলল
-ওহ! লিলিয়ান। যেহেতু তুমি আজকে পরীক্ষায় 'এ' পেয়েছ--তাই তোমার জন্য একটা ছোট্ট উপহার দিতে চাই আমি। নেবে তো?
-অবশ্যই নেব। দ্যাটস্ সো নাইস ওফ ইউ রব!-পেছনের সিটে বসে থাকা লিলিয়ান বেশ খুশি হয়ে জবাব দিল এবং গিফটের জন্য আগ্রহী হয়ে সামনের দুই সিটের মাঝখানের অংশে হাত রেখে উৎসুক মুখটা এগিয়ে আনলো।
ফুলারটন তার জ্যাকেটের পকেট থেকে বামহাতে ক্লোরোফর্ম মাখা রুমালটা বের করে সোজা লিলিয়ানের নাকের উপর চেপে ধরল--আর একিসাথে ডানহাত দিয়ে তার এয়ারগানটিও বের করে আনলো জ্যাকেটের অন্য পকেট থেকে। সেটা সোজা এডির বুকে ধরে রাখলো।
-একদম নড়াচড়া করবে না। তাহলে এখনিই মরবে। --সাঁপের মত হিস হিস করে বলল ফুলারটন।
ঘটনার আকস্মিকতায় এডি পাথর হয়ে গেছে যেন। লিলিয়ান নাকে ক্লোরোফর্মের গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছে পেছনে।
এডি ফুলারটনের যে রুপ এতক্ষন দেখেছে----তাতে ফুলারটন যে এমনকিছু করতে পারে তা কল্পনাই করেনি । এডির বুকের সাথে এয়ারগানটি ধরে রেখে লিলিয়ানের মাথার কাছে পড়ে থাকা রুমালটি হাত বাড়িয়ে তুলে নিল ফুলারটন। আর সেটা এডির নাকে আস্তে করে চেপে ধরল। চতুর এডি নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছে। কিন্তু ফুলারটন সেটা ধরে ফেলেছে। তাই সে তার এয়ারগান দিয়ে গুলি করল এডির পেটে। ব্যথায় অজ্ঞান হয়ে গেল এডি। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে এসে এডির পাশের দরজা খুলে এডিকে গাড়ি থেকে বের করল ফুলারটন। এরপর চারপাশ দেখে নিল। না--আশেপাশে কোন জনমানব নেই। এডিকে রাস্তার পাশের ঘাসের উপর উপুর করে শোয়াল ফুলারটন। এরপর এডির নিতম্বের খাঁজ বরাবর এয়ারগানটি ধরে নির্মমভাবে গুলি করল সে। ফুলারটনকে খুনের নেশা পেয়ে গেছে। সে বুঝে গেছে---ব্লিডিং-এর কারণে কিছুক্ষণের মধ্যেই এডি মারা যাবে। সে এডির দেহটাকে একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে লুকিয়ে ফেলল।
এরপর গাড়ির পেছনের দরজা খুলে পাঁজাকোলা করে লিলিয়ানের নরম দেহটি তুলে নিল। সেটা পেছনের ট্রাঙ্কে ভরল। আবারো চারপাশ ভালো করে দেখে নিয়ে গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল। এরপর দ্রুতবেগে গাড়ি চালিয়ে ওয়াটারল্যান্ডের দিকে এগিয়ে চলল। ওয়াটারল্যান্ডে তার দাদার কাছ থেকে পাওয়া একটা ভেকেশন হোম আছে। সেখানে লিলিয়ানকে নিয়ে গিয়ে কি কি করবে সেটা ভাবতেই ফুলারটনের যৌনদন্ডটি ফুলে শক্ত হয়ে যেতে লাগলো।

**

ফুলারটন এডিকে গুলি করে ফেলে গিয়েছিল বিকেল ২টায়। ওর লাশটা প্রথম দেখতে পেল এক বুড়ি সন্ধ্যা ৬টায়। পুলিশ সহ লোকজন এসে লোকারন্য হয়ে গেল। সবাই এডির মত একটা নিরিহ ছেলেকে কে এমন নির্মমভাবে খুন করতে পারে--সেটা নিয়ে জল্পনা কল্পনা করতে লাগলো। সেইসাথে লিলিয়ানের নিখোঁজ সংবাদে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল।
পুলিশ যখন হন্যে হয়ে এডির হত্যাকারি এবং লিলিয়ানের কিডন্যাপারকে খুঁজছে--তখন ফুলারটন খুব নিরাপদে তার ওয়াটারল্যান্ডের দাদার ভেকেশন হোমে পৌঁছে গিয়েছে। সে গ্যারেজের মধ্যে গাড়িটা লুকিয়ে ফেলল। আশেপাশে আর কোন ভেকেশন হোম নেই। সে নিশ্চিত তাকে কেউ এপথে আসতে দেখেনি। কারন সে জানে - কালো রং-এর হোন্ডা একর্ড নিয়ে অলরেডি খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। তাই সে নিশ্চিন্ত থাকলো --কারন এখন ভেকেশন টাইম না--তাই এদিকের কোন ভেকেশন হোমে এখন কোন লোক থাকার কথা না। তারপরেও যেহেতু সাবধানের মার নেই--তাই সে গ্যারেজের মধ্যে গাড়িটা ঢুকিয়ে গ্যারেজ লক্ করে দিল। কিন্তু একজন এই হোন্ডা একর্ডটা ঠিকি দেখে ফেলেছে। সেই একজন হলো নয়ন। কিন্তু ফুলারটনের সৌভাগ্য--নয়ন কোন গা করেনি। সে ধরে নিয়েছে - হয়তো কোনো বুড়ো রিটায়ার্ড তার ভেকেশন হোমের দিকে চলেছে।
গ্যারেজের দরজা লক্ করার সাথে সাথে কেমন একটা নোংরা যৌন ইচ্ছা জেগে উঠলো ফুলারটনের। গাড়ির ট্রাঙ্কে হাত দিতেই তার লিঙ্গ শক্ত হয়ে যেতে লাগলো আবার। ট্রাঙ্কটি খুলতেই সে দেখতে পেল জেগে উঠেছে লিলিয়ান। ফুলারটনকে দেখেই ভয়ে কুঁকড়ে গেল সে। ওকে ধরে নামালো ফুলারটন। কোনমতে ভয়ে ভয়ে লিলিয়ান বলল
-আমার ভাই কোথায়? এডি কোথায়?
-ও ভালো আছে। লিলিয়ান। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আমি শুধু তোমার কয়েকটা ছবি তুলব। এরপর তোমাকে বাসয় পৌঁছে দিয়ে আসব। আসো আমার সাথে।
লিলিয়ান কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ফুলারটন একহাতে লিলিয়ানের একটা হাত ধরল--এবং আরেকহাত দিয়ে লিলিয়ানের ক্ষীণ কোমড়টা জড়িয়ে ধরে ওকে টেনে নিয়ে চলল। ফুলারটনের হাত লিলিয়ানের কোমড় ছেড়ে লিলিয়ানের নরম নিতম্বে চলে গেল। নিতম্বের একটা অংশ সে খামচে ধরল। অবাক--বিস্ময়ে লিলিয়ান হতবাক হয়ে ফুলারটনের দিকে তাকালো। উত্তরে ফুলারটন নোংরা হাসি উপহার দিল। এইভাবে লিলিয়ানের নিতম্ব খামচে ধরে রেখে ফুলারটন লিলিয়ানকে বেডরুমে নিয়ে গেল। বেডরুমের দরজাটি শক্ত করে আটকালো।
একহাতে সে লিলিয়ানের নরম হাতটি শক্ত করে ধরে রেখেছে। লিলিয়ান ছোটার কোন চেস্টা করল না। সে জানে--পারবে না সে

© WWW.NILNIRJON.COM

ছুটতে। সে কোনমতে অনুনয় করে বলল
-রব! প্লিজ আমাকে যেতে দাও। আমি বাসায় যাবো।
ফুলারটন হাসতে হাসতে বলল
-অবশ্যই বাসায় যাবে। কিন্তু তার আগে তোমাকে নিয়ে আমার একটা ফটো সেশন হবে যে !
রুমের জানালাগুলো সব বন্ধ করাই আছে। রুমের দরজাটাও ফুলারটন একটু আগে শক্ত করে লাগিয়ে দিয়েছে। এখান থেকে পালানোর কোন উপায় নেই লিলিয়ানের। সে ভীত চোখে ফুলারটনের দিকে তাকিয়ে থাকলো।
-দেখি--সব কাপড় খুলে ফেলে একেবারে নগ্ন হয়ে যাও।
নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না লিলিয়ান! ওকে কেউ কোনদিন এমন কথা বলতে পারে ওর ধারণা ছিল না। সে কিছু না করে দাঁড়িয়ে থাকলো।
-কি হল ? লিলিয়ান--আমার মেজাজ খারাপ করবে না। যা বললাম--তা না করলে আমি তোমাকে মারবো কিন্তু!
লিলিয়ান তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সে নগ্ন হতে পারবে না। কিছুতেই না।
-হারামজাদি--চড় মেরে তোর পোঁদ লাল করে ফেলবো---খোল প্যান্ট। সব খোল।
এমন বিশ্রি কথা বলতে বলতে ফুলারটন এগিয়ে এসে লিলিয়ানের কচি স্তনজোড়া মুচড়ে দিল। ব্যথায় লিলিয়ান কাতড়ে উঠলো। লিলিয়ানের নরম শরীরটা হ্যাঁচকা টান মেরে ঘুরিয়ে দিয়ে লিলিইয়ানের মাংসল নিতম্বে দু'টো শক্ত হাতের চড় বসিয়ে দিল ফুলারটন। শরীরের স্পর্শকাতর অংশে এমন আক্রমন সহ্য করতে পারলো না লিলিয়ান। সে কঁকিয়ে উঠলো ব্যথায়!
ধীরে ধীরে সে সোয়েটারটা খুললো। এরপর শার্টটিও খুলে ফেললো। এখন শুধু ব্রা-টি পড়া আছে। ফুলারটন দরজার পাশের সোফায় গিয়ে বসলো। টেবিল থেকে ওর ক্যামেড়াটি তুলে নিয়ে বলল----
-প্যান্টের চেইনটা খুলে প্যান্টটা একটু নামাও। যাতে করে প্যান্টিটা দেখা যায়।
ধীরে ধীরে ভীত লিলিয়ান ফুলারটনের নির্দেশ পালন করল। ওর লাল প্যান্টির দেখা পেতেই ফুলারটন মুখ দিয়ে শীষ দিল। এই অবস্থায় লিলিয়ানের কয়েকটা শট নিল।
-এবার পাশ ফিরো।
লিলিয়ান পাশ ফিরতেই ফুলারটন লোভি চোখে বেশ কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থাকলো। মেয়েটার ফিগার বটে। কি সুন্দর ক্ষীণ কটি--আর এর ঠিক নিচেই ভরাট নিতম্ব পেছনে বের হয়ে আছে। আর সামনের দিকে উপরে যেন একটা বড় ফুটবল বুকে ধরে রেখেছে। তিন/চারটা শট নিয়ে সে বলল
-এবার আমার দিকে পেছন ফিরে দু'হাত উপড়ে তুলে চুল ধরে রাখো।
ধীরে ধীরে লিলিয়ান ঘুরে দাঁড়িয়ে তাই করলো। এবারো ফুলারটন মনে মনে বলল--জাস্ট অওসাম। মেয়েটার নিতম্ব ক্ষীণ কোমড় থেকে নিচের দিকে দু'পাশে বিস্তৃত হয়ে আবার ভেতরের দিকে চেপে এসেছে। ঠিক যেন একটা উল্টানো তানপুরা!! আর বেশ প্রশস্ত থাই দু'টো।
ফুলারটনের হাত নিশপিশ করতে লাগলো ওই মাংসল নিতম্ব/থাই--চটকে চটকে ধরতে। ওফ! কি আকর্ষনীয়! এই অল্প বয়সে লিলিয়ান মেয়েটি একটা সেক্স-সিম্বলে পরিণত হয়েছে।
-এবার প্যান্ট খুলে ফেলো।
লিলিয়ান ঘুরে দাঁড়িয়ে ফুলারটনের দিকে তাকিয়ে বলল
-প্লিজ রব। আমাকে ছেড়ে দাও। ছবি তো তুললে--এবার আমাকে যেতে দাও।
-হাঃ হাঃ হাঃ!! ছবি তোলা তো শেষ হয়নি লক্ষিটি ! তোমাকে আরো সেশন দিতে হবে যে। এবার আর কথা না বাড়িয়ে প্যান্ট খুলে পা দু'টো ফাঁক করে দাঁড়িয়ে থাকো।
কিন্তু লিলিয়ান তার কোনটাই করল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো। ফুলারটন সোফা থেকে উঠে দাঁড়ালো। ধিরে ধিরে লিলিয়ানের দিকে এগুতে লাগলো। আর ভীত লিলিয়ান এক পা এক পা করে পিছাতে লাগলো। এক সময় লিলিয়ানের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেল। সে অসহায়ের মত তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো ফুলারটন হিংস্রভাবে এগিয়ে এসে ওকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরল। ফুলারটনের হাতে এয়ারগানটি ওঠে এসেছে। সেটা দেখতে পেয়ে লিলিয়ানের চোখে স্পস্ট ভয় ফুটে উঠল। ওর ঠোঁট দু'টো কাঁপতে লাগলো। তা দেখতে পেয়ে ফুলারটনের যৌন স্পৃহা আরো বেড়ে গেল যেন ! লিলিয়ানের পুরুষ্ঠ কমলার কোঁয়ার মত ঠোঁট দু'টোতে সে এয়ারগানের ব্যারেলটা দিয়ে স্পর্শ করে করে দেখতে লাগলো। লিলিয়ান মাথা ঘুরে সড়িয়ে নিতে চাইলো----ফট করে চুল মুঠো করে ধরে ফুলারটন লিলিয়ানের মুখটাকে ব্যারেল বরাবর ধরে রাখলো। এরপর আস্তে আস্তে বলল
-হা করো।
কথার অবাধ্য হওয়ার সাহস হলো না লিলিয়ানের। সে ঠোঁট দু'টো খুলে মুখ খুলতেই ফুলারটন এয়ারগানের ব্যারেলটা ওর মুখের ভেতর ঠেলে দিল। এরপর সেটাকে লিলিয়ানের মুখে ঢোকাতে আর বের করতে লাগলো। ঠিক যেন একটা পুরুষাঙ্গ লিলিয়ানের মুখের মধ্যে ঢুকছে আর বের হচ্ছে। বাধ্য হয়ে লিলিয়ান ব্যারেলটা মুখে ঢুকতে আর বের করতে দিল। একটু পর ফুলারটন ওর ফুলে উঠা পুরুষাঙ্গটি লিলিয়ানের প্যান্টের উপর দিয়ে ওর যৌনীর উপর ঘষতে লাগলো।

© WWW.NILNIRJON.COM

ভয়ে লিলিয়ান এবার শব্দ করে কেঁদে ফেলল। ফুলারটন ঠিক করল--লিলিয়ানকে চট করে ধর্ষন করবে না সে। বরং ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে ওর ভয়ের এক্সপ্রেশানগুলোর ফটো সেশন করবে। সে পুরো বাজার মাৎ করে ফেলতে পারবে এই ফটোগুলো দিয়ে। কারন এগুলো সত্যিকারের একজন ভীত কিশোরীর মুখের ছবি। হা ঃ হাঃ হাঃ।
-চুপ কর। কাঁদলে গুলি করব আমি। চুপ !
লিলিয়ান কোনমতে কান্না চাপলো। ওর মুখ থেকে এয়ারগানের ব্যারেলটা বের করল ফুলারটন। এই সময় ওর হঠাৎ ঘড়ির দিকে নজর পড়তেই তার মনে পড়লো---ঘরে কোন খাবার নেই। লিলিয়ানকে কিডন্যাপ করে সে ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালিয়ে চলে এসেছে এখানে। পথে কোথাও থামেনি। এখন যদি বের না হয়--তাহলে বাস পাবে না। লিলিয়ানের ভাইয়ের গাড়ি নিয়ে বের হবার প্রশ্ন-ই আসে না। তাই বাস ধরে বড় শহরের দিকে গিয়ে কয়েকদিন চলার মত কিছু খাবার কিনে নিয়ে আসতে হবে।
লিলিয়ানকে রশি দিয়ে খাটের হেডবোর্ডের সাথে কষে বাঁধল ফুলারটন। এরপর লিলিয়ানের প্যান্টটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে নিল। লাল প্যান্টিটার উপর দিয়ে কিছুক্ষণ লিলিয়ানের নরম নিতম্বটা মালিশ করলো। এরপর ক্ষীপ্রটান মেরে সেটা খুলে নিয়ে দলা-মোচরা করে গোল পাকালো। এরপর সেই মোচরানো প্যান্টিটা লিলিয়ানের মুখে জোড় করে ঢুকিয়ে মুখে ডাক্ট টেপ লাগিয়ে সিল করে দিল। ফলে লিলিয়ানের পক্ষে মুখ দিয়ে কোন শব্দ করার বা কথা বলার কোন উপায় থাকলো না। এরপর বেডরুমের দরজাটি লক্ করে বেড়িয়ে আসলো ফুলারটন।
বাসা থেকে বের হয়ে বাস ধরার জন্য তাড়াতাড়ি পা চালালো ফুলারটন। ওর দাদার এই ভেকেশন হোম থেকে মাইলখানেক পথ হেঁটে গেলেই বাসস্টপ। বাসস্টপে আসতে না আসতেই বাস চলে আসলো। কিছুদূর গেলেই একটা বড় মার্কেট। ফুলারটন মার্কেটে বেশি সময় নস্ট করতে চায় না। তাড়াতাড়ি করে সে কয়েকদিন চলার মত বিভিন্ন রকমের খাবার কিনে নিল। দাম দেওয়ার জন্য যখন লাইনে দাঁড়িয়েছে--তখন স্টোরের টিভিতে দেখতে পেল পুলিশ এখনো এডি'র হত্যাকারির কোন হদিস করতে পারেনি। এবং ওরা এখনো পুরো শিউর না - এডির হত্যাকারি এবং লিলিয়ানের কিডন্যাপার এক ব্যাক্তি কিনা। মনে মনে ফুলারটন পুলিশের গুস্টি উদ্ধার করল। শালাদের মাথায় নিশ্চয় এক নং খাঁটি গোবর।
লাইনে ওর সামনে দাঁড়িয়েছিল এক বুড়ি----সেই বুড়ি খবর দেখতে দেখতে ফুলারটনকে বলল
-হায় হায়। এই ছোট্ট শহরটাতে এসব কি শুরু হলো!
ফুলারটনও তাল মিলিয়ে বলল
-হ্যাঁ। খুব চিন্তার কথা। কারা করে এসব ন্যাক্কারজনক কাজ !! একটা নিস্পাপ ছেলেকে এভাবে নৃশংসভাবে হত্যা করে কিভাবে! সো স্যাড !! তার উপর একটি বাচ্চা মেয়েকে কিডন্যাপ!!
ফুলারটনের বাসের ভাগ্য আজকে আসলেই খুব ভালো। কারন জিনিসপত্র নিয়ে সে বাসের জন্য দাঁড়াতেই বাস চলে আসলো। ভেকেশন হোমের দিকে ফিরে চললো ফুলারটন।

**

কিন্তু এদিকে লিলিয়ান প্রায় নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছে! ব্যাপারটা ফুলারটনের ভুলের কারনেই হয়েছে। কারন ফুলারটন যখন বিছানার হেডবোর্ডের সাথে লিলিয়ানের হাত বেঁধেছিল--তখন খেয়াল করেনি সেই হেডবোর্ডের একটা স্টিক ভাঙ্গা। আর ফুলারটন চলে যেতেই লিলিয়ান কয়েকবার নাড়ানাড়ি করতেই স্টিকটা খুলে চলে আসলো। এরপর লিলিয়ান পিছমোড়া করে বাঁধা দু'হাত পিঠের নিচের দিকে নিয়ে এসে নিতম্বের আরেকটু নিচে নামিয়ে একটু চাপ দিতেই বাঁধা দু'হাত উরুর পেছনে নিয়ে আসতে পারল। এরপর কাজটা আরো সোজা হয়ে গেল। কারন এরপর সে শুধু পা দু'টো ভাঁজ করে দুই বাঁধা হাতের ভেতরে গলিয়ে নিতেই পিছমোড়া করে বাঁধা দু'হাত এখন তার শরীরের সামনে চলে আসলো।
এরপর লিলিয়ান পাগলের মতো সারা রুমের চারপাশে তাকাতে লাগলো কোথাও কোন ধারালো কিছু দেখতে পাওয়া যায় কিনা। এবং ভাগ্য তার সহায় হলো। কারন টেবিলের উপরে ফুলারটনের রেজর ব্লেড! লিলিয়ান বিছানা থেকে নেমে দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে সেই রেজর ব্লেডের হ্যান্ডেল ধরে ব্লেডটা হাতের রশির উপর ঘষতে লাগলো। অনেকক্ষন ঘষাঘষির পর রশি ছিঁড়তে লাগলো। এবং একসময় পুরো রশিটা ছিঁড়ে গিঁটগুলো আলগা হয়ে গেল। ফলে নিমিষেই লিলিয়ান নিজের দু'হাত মুক্ত করল।
এবার সে মুখ থেকে টেপটা খুলে নিজের প্যান্টিটা মুখ থেকে বের করল। কি নোংরা এই লোকটা! তার প্যান্টিটা তার মুখের মধ্যে ভরে দিয়েছিল। কুকুর কোথাকার! মনে মনে গালি দিল লিলিয়ান ফুলারটনকে। এবার সে প্যান্টি এবং প্যান্ট পড়ে নিয়ে খুলে রাখা বাকি কাপড় চোপড়গুলো পড়ে নিল। লিলিয়ান এখনো জানেনা ফুলারটন ঘরের কোথায় আছে--নাকি বাইরে গেছে। তাই সে ধীরে ধীরে পা চেপে চেপে দরজার পাশে এসে কান পাতলো। কোন সাড়াশব্দ না আসাতে সে হ্যান্ডেলটা ধরে খুলতে চাইলো--আর বুঝতে পারলো ওটা ওপাশ থেকে লকড্।
হতাশ হয়ে পড়ল লিলিয়ান। সে পালাবে কিভাবে ! তবে একটু ভাবলো সে। নিশ্চয় ফুলারটন বাসায় নেই। বাইরে কোথাও গেছে। তা না হলে ওকে এভাবে বেঁধে এবং দরজা লক্ করে চলে যেত না। সে তাহলে জানালা দিয়ে পালানোর চেস্টা করলেই তো হয়। রুমটিতে দু'টা জানালা। দু'টো বন্ধ।
সে ভেতর থেকে কাঁচের পার্টিশনটা ঠেলে সরালো। কিন্তু বাইরে দু'টো কাঠ আড়াআড়ি ভাবে ইংরেজি 'এক্স' অক্ষরের মতো করে

© WWW.NILNIRJON.COM

লাগানো আছে বাইরে থেকে। সে একটা কাঠের পাটাতন যদি একটু আলগা করে সরাতে পারে তাহলে তার ছিমছিমে শরীরটা বের করে নিতে পারবে। সে কাঠটা ঠেলতে লাগলো। ওটা একটু নড়ে উঠলো। লিলিয়ান বুঝতে পারলো - কাঠটা অনেক পুরোনো। আরেকটি চেস্টা করলে ওটা ছুটে আসবে।

আশার আলো দেখতে পেয়ে লিলিয়ান নতুন উদ্দমে ঠেলতে লাগলো। কাঠের ধারালো ফলায় তাঁর নরম হাতের চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত ঝড়তে লাগলো। কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই লিলিয়ানের। সে মুক্ত হবার জন্য শেষ চেস্টা করছে! যে কোন মুহুর্তে ফুলারটন চলে আসতে পারে। হঠাৎ কাঠটা যেন আর নড়তে চাইছে না। লিলিয়ান মনে মনে বলল---গড প্লিজ হেল্প মি ! সে আরো জোড়ে ঠেলতে লাগলো। কিন্তু কাঠটা যেন অনড়! লিলিয়ান রুমের ভেতর তাকালো---কোথাও এমন কিছু দেখতে পেল না যেটা দিয়ে জোড়ে একটা ধাক্কা দিয়ে কাঠটাকে খুলতে পারবে।

অবশেষে সে লাথি দিয়ে খোলার সিদ্ধান্ত নিল। কিন্তু সেজন্য ওর একটা স্টেপ-টুল দরকার। তা না হলে কাঠের মাঝামাঝি বরাবর লাথি দেওয়া সম্ভব হবে না। লিলিয়ান বিছানাটাকে টেনে টেনে জানালাটির পাশে আনলো। এরপর ওটাতে দাঁড়িয়ে পর পর দু'বার লাথি মারলো। তৃতীয়বারের চেস্টায় সেটা ঠাশ করে খূলে গিয়ে বাইরের দিকে গিয়ে পড়ল। খুশি হয়ে উঠলো লিলিয়ান।

কিন্তু তার এই খুশি সাথে সাথে ভয়ে পরিণত হল। কারন ঠিক এই সময় সে শুনতে পেল রুমের বাইরের করিডোর ধরে কেউ একজন আসছে। ওটা নিশ্চয়ই ফুলারটন। এসে গেছে সে। ওহ মাই গড! আমাকে বের হতে হবে এক্ষুনি---মনে মনে বলল লিলিয়ান।

সে জানালা দিয়ে নিজের শরীরটা বের করে নিয়ে আসলো। এরপর যখন লাফ দিয়ে বাইরের উঠোনে নামলো--সেই সময় ফুলারটন রুমের দরজা খুলে প্রবেশ করল।

আসলে ফুলারটন যেই মুহুর্তে ঘরের প্রধান ফটক খুলে ঢুকেছে তখনি সে শুনতে পেয়েছে লিলিয়ানের তৃতীয় লাথির শব্দ। সাথে সাথে সে বুঝে গেছে--লিলিয়ান কোনভাবে বের হয়ে যেতে চাইছে। সে আর দেরি না করে --হাতের প্যাকেটগুলো লিভিংরুমের সোফার উপর ফেলে বেডরুমের দিকে দৌড় দিল। চাবি দিয়ে লক্ করে গিয়েছিল--তাই চাবি মিলিয়ে দরজা আনলক্ করতে তার বেশ কিছু সময় নস্ট হয়ে গেল - আর সেই সুযোগে লিলিয়ান বের হয়ে গেল জানালা দিয়ে। রুমের ভেতর ঝড়ের গতিতে ঢুকে সে শুন্য রুম আর ভাঙ্গা জানালা দেখতে পেল।

দৌড়ে জালানায় এসে দেখতে পেল উঠোনে নেমে লিলিয়ান দৌড়ুচ্ছে প্রানপণে। জ্যাকেটের পকেট থেকে এয়ারগানটি বের করে শট করার চিন্তা করল--কিন্তু এখন সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নেমে গেছে----অন্ধকারে নিশানা ঠিক রেখে গুলি করতে পারবে না সে। তাই জানালা দিয়ে বের হওয়ার চেস্টা করল। কিন্তু ওর শরীর আর লিলিয়ানের শরীরের মধ্যে অনেক পার্থক্য। নিজের বড় শরীরটাকে ভাঙ্গা জানালা দিয়ে গলিয়ে নিতে সম্ভবপর হলো না ফুলারটন। সে আবার ছুটলো মুল ফটকের দিকে। ফলস্বরুপ লিলিয়ান আরো কিছুটা সময় পেল ওর ভেকেশন হোম থেকে আরো দূরে চলে যাওয়ার।

প্রানভয়ে ছুটছে লিলিয়ান। দৌড়ে জঙ্গলের দিকে চলল সে। যেভাবেই হোক ফুলারটনের হাতে ধরা পড়া চলবে না। জানালা দিয়ে নামার সময় পা'টা বেকায়দায় পড়ে একটু মচকে গেছে। তাই দৌড়ুতে কস্ট হচ্ছে। কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে সেই কস্ট সহ্য করে দৌড়ুচ্ছে লিলিয়ান! বেশ কিছুদূর দৌড়ানোর পর একটা বড়সড় ঝোপের আড়ালে বসে পড়ে নিজেকে লুকোনোর চেস্টা করল লিলিয়ান। ডানপায়ের গোড়ালিটা জুতোর উপর দিয়ে মালিশ করার চেস্টা করল। হঠাৎ শুনতে পেল ফুলারটনের গলার আওয়াজ! ফুলারটন ঠিকি আন্দাজ করেছে লিলিয়ান কোনদিকে দৌড় দিয়েছিল। তাই সে ঠিক পথেই এসেছে। কিন্তু সে নতুন চালাকি শুরু করেছে। সে জানে এই জঙ্গলে বা আশেপাশের ভেকেশন হোমে এখন কেউ নেই। এই জঙ্গলে এখন শুধু সে আর লিলিয়ান। তাই সে বলছে

-লিলিয়ান! আমি জানি তুমি এখানেই লুকিয়ে আছো। বের হয়ে এসো হানি! আমি তোমাকে বলেছি ---আমি তোমার কোন ক্ষতি করবো না। শুধু একটা ফটোসেশন। এরপর তোমাকে তোমার বাসায় দিয়ে আসবো।

এসব বলতে বলতে ফুলারটন চাঁদের আলোয় আবছাভাবে গাছ-গাছালির ফাঁক দিয়ে লিলিয়ানের অবস্থান বোঝার চেস্টা করতে লাগলো। আর এয়ারগানটি ধরে রেখে এক পা দু'পা করে এগুতে লাগলো। সে আবার বললো

-এই জঙ্গলে কিন্তু বড় বড় সাপ আছে লিলিয়ান। তাছাড়া পাহাড় থেকে ভাল্লুক নেমে আসে! তুমি নিশ্চয় এই দু'টোর কোনটার সাথেই এখানে রাত কাটাতে চাও না? শিঘ্রী বের হয়ে এসো লিলিয়ান।

এসব বলতে বলতে সতর্ক চোখ মেলে সে চারপাশে তাকাচ্ছে। হঠাৎ দূর থেকে একটা বড় ঝোপের নিচের দিকে একটা সাদা কেডস্-এর অংশ দেখতে পেয়ে হেসে ফেলল ফুলারটন। শয়তানি হাসি!!

-হাঃ হাঃ হাঃ। হানি--আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।

লিলিয়ান ঝোপের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল ফুলারটন ঠিক ওর দিকেই এগিয়ে আসছে। পড়িমড়ি করে উঠে দৌড় দিল লিলিয়ান। সাথে সাথে ফুলারটনও ওর পিছু নিল। কিন্তু লিলিয়ান তার মচকে যাওয়া পা নিয়ে বেশিদূর যেতে পারলো না। সেই সাথে দূর্ভাগ্য ওর পিছু নিয়েছে যেন--কারন একটা আগাছা-লতার সাথে ওর পা বেঁধে গিয়ে সে ধপ করে পড়ল। আর ওর হাতের আঙ্গুলগুলো সরাসরি মাটির উপর সোজাসুজি আঘাত করল। হাতের আঙ্গুলগুলোর উপর সারা শরীরের ভার পড়াতে--দু'টা আঙ্গুল মচকে গেল। এবার ব্যথা পেয়ে সে কেঁদে ফেলল। পড়ে গিয়ে হাঁটু ছড়ে গেল। সেইসাথে ডান কনুই। সব মিলিয়ে সারা শরীরে প্রচন্ড ব্যথা শুরু

© WWW.NILNIRJON.COM

স্পর্শকাতর যৌনাঙ্গে লিলিয়ান ফুলারটনের নোংরা জিভের স্পর্শ পেতেই শিহরিত হয়ে উঠলো। সে উল্টে গিয়ে সোজা হতে চাইলো। কিন্তু ফুলারটন শক্ত করে ওকে চেপে ধরে রাখলো যাতে করে ও উপুর হয়ে শুয়ে থাকতে বাধ্য হয়। কিন্তু লিলিয়ান আবারো শেষ চেস্টা চালালো।
এবার ফুলারটন রেগে গিয়ে নিতম্ব থেকে মুখ তুললো--তবে লিলিয়ানের সেই নরম নিতম্বে ডান হাত দিয়ে ঠাশ করে দু'টা চড় লাগালো। প্রচন্ড ব্যথায় লিলিয়ান গুঁগিয়ে উঠলো।

**
নয়ন খুব সহজেই সদর দরজার লকটি ওর মাল্টি-পারপাস নাইফ দিয়ে খুলে ফেলে লিভিংরুমে ঢুকে পড়েছে। আর ফুলারটনের চড়ের শব্দই নয়নকে জানান দিল কোনদিকে যেতে হবে। বেডরুমের দরজাটিও একি পদ্ধতিতে খুলে অল্প ফাঁক করতেই নয়ন ভেতরে কি ঘটছে দেখতে পেল। যা বোঝার সব বুঝে গেল নয়ন। ফুলারটন আবারো হাত তুলে লিলিয়ানকে মারতে যাবে--এই সময় নয়ন ফুলারটনের ঘাড়ে বিরাশি সিক্কার একটা রদ্দা মারলো। সাথে সাথে জ্ঞান হারালো ফুলারটন।
লিলিয়ানকে সাবধানে উঠে বসতে সাহায্য করল নয়ন। ওর মুখ খুলে দিতেই লিলিয়ান ব্যথায় কঁকিয়ে উঠে কেঁদে দিল। এরপর মুখ থেকে ফুলারটনের নোংরা জাঙ্গিয়াটা ফেলে সে থুতু ফেলল। এরপর বলল
-আমার হাত আর পা ভেঙ্গে গেছে! উফ কি প্রচন্ড ব্যথা!
হঠাৎ ওর খেয়াল হল ও সম্পুর্ণ নগ্ন। হাত দিয়ে ওর বুক ঢাকলো---আর পা দু'টো একসাথে করে ওর গোপন অঙ্গ ঢাকার চেস্টা করল। নয়ন সেটা বুঝতে পেরে চারপাশে তাকিয়ে লিলিয়ানের কাপড়-চোপড় খুঁজতে লাগলো। পেয়ে গিয়ে সেগুলো তুলে লিলিয়ানকে দিয়ে বলল
-তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার। আমাকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। কাপড় পড়ে নাও।
এই বলে নয়ন ফুলারটনের দিকে তাকালো। এখনো অজ্ঞান। কাপড় পড়তে পড়তে লিলিয়ান জানতে চাইলো
-তুমি কে?
-নয়ন। এই লোকটি তোমার কি হয়?
-এই পশুটি আমার কেউ হয়না। ওকে আমি আর আমার ভাই রাইড দিয়েছিলাম। আর সে আমাকে কিডন্যাপ করেছে।
নয়ন খুব বিরক্ত বোধ করল। এসব জঘন্য লোকদের জন্য ওর কোন মায়াদয়া নেই। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল ফুলারটনকে গলা চেপে ধরে এক্ষুনি খুন করে ফেলে।
নয়নের কথায় এবং কার্যকলাপে লিলিয়ান মহুর্তের মধ্যেই ওকে বিশ্বাস করে ফেলল।
-আমি তৈরি। আমি কিন্তু ঠিকমত হাঁটতে পারছি না।
নয়ন ফুলারটনকে চেক করে দেখল----কমপক্ষে আরো ঘন্টাখানেক অজ্ঞান থাকবে সে। লিলিয়ানকে বলল
-আমার কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটতে পারবে ?
-পারবো মনে হয়।
এরপর নয়নকে ধরে লিলিয়ান খুঁটিয়ে খাঁটিয়ে বেডরুম থেকে বের হয়ে আসলো।
-ওকে বেঁধে না রাখলে সে পালিয়ে যাবেনা?
-ঘন্টাখানেকের আগে ওর জ্ঞান ফিরবেনা। আমার কাছে কোন ফোন নেই। তোমার কাছেও নেই মনে হচ্ছে। তাছাড়া এখানে সেলফোন নেকওয়ার্ক কাজ করবে না। শহরে গিয়ে পুলিশে ফোন করে দিলেই ওরা এসে ওকে বেঁধে নিয়ে যাবে।
এসব বলতে বলতে লিলিয়ানকে ধরে ধরে নয়ন সদর দরজা দিয়ে বের হয়ে আসলো। বের হবার পর মনে হয় ৫ সেকেন্ড-ও পার হয়নি---নয়ন গুলি খেল। সাথে সাথেই নয়নের মৃত্যু হলো।
নয়নকে গুলি করেছে পুলিশের S.W.A.T. টিমের এক স্নাইপার।
লিলিয়ান যখন কাপড় পড়ছিল---আর নয়ন বসে ফুলারটনের অজ্ঞান দেহটা চেক করছিল--তখন এই টিমটা পুরো বাড়িটা ঘিরে ফেলে। ওরা জানালার ফাঁক দিয়ে রুমের মধ্যে লিলিয়ান আর নয়নকে দেখতে পেয়ে ধরে নিয়েছে নয়ন হচ্ছে কিডন্যাপার। মেঝেতে পড়ে থাকা ফুলারটনকে দেখতে পায়নি ওরা। এরপর যখন নয়ন আর লিলিয়ানকে বেডরুম থেকে অন্যরুমে চলে যেতে দেখল জানালা দিয়ে---ওরা অপেক্ষা করছিল এরপর ওরা মূল দরজা দিয়ে ঢোকার জন্য। কিন্তু হঠাৎ ওরা দেখতে পেল নয়ন লিলিয়ানকে ধরে রেখে মূল দরজা দিয়ে বের হয়ে আসছে। ওরা ধরে নিল নয়ন কোন হ্যান্ডগান লিলিয়ানের শরীরে ধরে রেখে ওকে বের করে নিয়ে আসছে। তাই ওরা লিলিয়ানের জীবনের ঝুঁকি নিতে রাজি না হয়ে নয়নকে 'হ্যান্ডস্ আপ' না বলে সরাসরি গুলি করে টার্মিনেট করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল।
আসলে এডির গাড়ির হ্যান্ডেলে যে তৃতীয় ব্যাক্তিটার হাতের ছাপ পায় এফ.বি.আই.---সেটা ন্যাশন্যাল ফিঙ্গারপ্রিন্ট ডাটাবেজ-এ চেক করে দেখতেই বের হয়ে আসে রব ফুলারটনের নাম। আর ওর কর্মক্ষেত্র, এপার্টমেন্ট চেক করে কিছু না পেয়ে বুঝে গেল কোথায় যেতে হবে। কারন কিছুদিন আগেই ফুলারটনের নামে ওর দাদার ভেকেশন হোমটি রেজিস্ট্রি করা হয়েছিল।

© WWW.NILNIRJON.COM

হতভম্ব লিলিয়ান বসে পড়ে নয়নের দিকে তাকিয়ে থাকলো! ওর এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না নয়ন মারা গেছে !!

****

এক বছর পরের কথা।
এক বিষন্ন দুপুরে লিলিয়ান সেই অভিশপ্ত ভেকেশন হোমটাতে ড্রাইভ করে চলে আসলো। গভীর রাত পর্যন্ত সে ওখানে বসে থাকলো--যেখান নয়ন গুলি খেয়ে মারা গিয়েছিল। কেন যেন ওর মনে হয় - নয়ন গভির রাতে ফিরে আসবে। মৃত মানুষ যে আর ফিরতে পারবে না-----সেটা জেনেও মানতে চায়না লিলিয়ান।

WWW.NILNIRJON.COM